বিষাদ

প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ১৯৬০

সেইসব মজা দীঘি, সেইসব তালগাছের সারি
সেইসব পুকুরঘাট, হাঁটুউঁচু ঘাসের জঙ্গল
সেইসব ধানের গোলা, তুলসিমঞ্চ, গোয়ালের আলো
তার মধ্যে এঁকেবেঁকে একটি বিষাদনদী বয়
সকালবেলার রোদ লাফ দিলো নারকেল গাছের শাখায়
দুপুরবেলার রোদ ঝিমঝিম ঝিমঝিম আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে
বিকেলবেলার রোদ একা মাঠে সাইকেল আরোহী, খাটো ধুতি
হ্যান্ডেলে ঝোলানো থলে, মাঠ ছেড়ে দূর ঢালু দিয়ে
নেমে যাচ্ছে আলপথে, সন্ধে নামবে এইবার, পাখিরা কলহস্বর নিয়ে
নিজের নিজের গাছে ফিরে আসছে, গাছের তলায়
পরপর চালাঘর, দাওয়া আর বাঁশবেড়া, বেড়ার পাশ দিয়ে
এখনও ঘুরে বেড়ায় একজন কবির প্রেত, যার
প্রেম নির্বাপিত হল, যার মন বিষাদে অসাড়
যার শরীর পড়ে আছে এক শহরের কারখানায়
স্বপ্ন দেখবার যত উপায় কৌশল আমরা জানি, তাই নিয়ে
সে লিখছে উপর্যুপরি একশত একখানা বই
এখানে কবির প্রেত এইসব মজাদীঘি ঘাসবন পুকুরপাড় থেকে
রোজ রাত্রে ঘুরে ঘুরে নিশীথের সূর্য চাঁদে হেলিয়ে বসায় তার মই

সব মৃত বন্ধুত্বকে

সূচিপত্র

অন্ধকার হয়ে আসছে

অন্ধকার হয়ে আসছে, দূরে উঁচু ঝাপসা তালগাছ
মাঠের সীমান্তে আলো, হয়তো অস্পষ্ট কোনো গ্রাম
মাঠের এপারে লোক, মাঠের ওপারে লোকছায়া
সাইকেল আরোহী যাচ্ছে, পিছনের কেরিয়ারে ঝুড়ি
মাথায় বসিয়ে চুবড়ি ছায়ামুখ মেয়েরা চলেছে
তোর বাড়ি কোথা ছেলে? তার নাম পাখি ফেরা দেশ?
আর ছেলে নোস, কবে ঘাড়ে উঠে পড়েছে বয়েস
পা ঝুলিয়ে বসে আছে, গুঁতো মারছে পাঁজরে সংসার
চল চল, বুড়ো খোকা, হ্যাট হ্যাট—হোঁচট, পাথরে—
পাথর না, প্রতিহিংসা, যা লোকে সস্তায় বিক্রী করে।

এইমাত্র মেঘ করল

এইমাত্র মেঘ করল, দু চার টাকার মৃত্যুদিন...
একবেলা দুবেলা শোক, তিনবেলায় তাড়াতাড়ি শোও
সক্কালে উঠেই ফের ইস্কুল কাছারি ঝগড়াঝাঁটি
এইমাত্র মেঘ করল, ছ্যাঁ করে সবজিকে ধরছে কড়া
রাগের নিশ্বাস ছুড়ছে বিক্ষুব্ধ কুকার: ফেটে যাবো!
মাথার মুকুট একটু খুন্তি দিয়ে আলগা দিলেই
নো টেনশন, সব রাগ হুস করে বেরিয়ে ফুট্টুস...
গরম দেখাও যতো ধোঁয়া তোলা গলা ভাত গলা তরকারি সেদ্ধ ডিম
আমারই মতন জেনো তোমাদেরও ওই ভূতপূর্ব শিরদাঁড়া
প্রেশারের মধ্যে গলে পাঁক, মণ্ড, হড়হড়ে ও হিম।

এইমাত্র মেঘ সরলো

এইমাত্র মেঘ সরলো, জলে ডানা ঝাপটে নামলো হাঁস
ঘাটে কেউ উঁচু হয়ে কাপড় থুপ থুপ করছে, তার
পিছনে, আঙুলমুখে মেয়ে একটা বছর চার পাঁচ
মাঠে খুঁটি পুঁতে গোরু বেঁধে রেখে চলে গেল কেউ
ঘুঁটের দেওয়াল দূরে, ওর পরে আমাদের পাড়া
তারও পরে রিক্সা যায়, তারক ফার্মেসি, মেয়ে স্কুল
মেয়ে স্কুলে, প্রাইমারীতে, ভোরবেলা আমি, পিঠে ব্যাগ
ইস্কুলের পাড়ে দীঘি, মার, হাঁসকে ঢিল ছুড়ে মার!
ছুটে ক্লাসের বাইরে আসি, বাইরে বাইরে...গ্রাম ছেড়ে শহরে
হাঁসের পিছনে ছুটছি, খ্যাতি কবিখ্যাতি তাড়া ক'রে...

সে সব মাঠের নাম

সে সব মাঠের নাম কেষ্টপুর মাঠ, তারাচক
সে সব সন্ধ্যার নাম সন্ধ্যাহাট বীরনগরের
সে সব হাটের নাম মাঠপাড়া, নবীনের দীঘি
যদিও নামেই মাত্র দীঘি তাতে নামমাত্র জল
চারদিক ঘিরে বসে ঝুপড়ি নিয়ে সন্ধ্যার দোকানি
মেয়েরা এ ওকে ঠেলে: ওরটা নিন, বাবু ওরটা নিন
আমার লাজুক বাবা ছ ফুট, টকটকে ফর্সা রঙ
ছাপান্ন বছর। তাও রাস্তায় বেরোলে দেখত লোকে
বললেন রুমাল পেতে: যে কটা রয়েছে দিয়ে দাও
বললেন: এই সন্ধেবেলা বকফুল কোথায় পেল এরা
'আমরাই তো বকফুল' বলতে বলতে এতকাল পরে
কবির খাতার মধ্যে ঝুপড়ি নিয়ে বসে পড়ল
সেই সব সন্ধের মেয়েরা।

ঘাসবন, ঘাসবন

ঘাসবন, ঘাসবন, হাঁটু উঁচু ঘাসের জঙ্গল
তোমার কী নাম ভাই, বলো কোন ঠিকানা তোমার
আমি থাকি পাঁচিলের পারে, ওই রেলের পাঁচিল
ওখানে, পুরোনো সব ওয়াগন লক্কড় যন্ত্রপাতি
ভাঙা কারখানা শেড আর ওই স্টিম ইঞ্জিনটাও
যার গায়ে মরচে, ছ্যাঁদা, চাকা থেকে পাকিয়ে উঠেছে গাছগাছালি
বাফারে বোলতার একটা চাক
ওইটাই আমার ঠিকানা—ওখানে কী করতে যাও তুমি
বল পড়লে খুঁজতে যাই, পল্টু মারল, ছয় পেরিয়ে ছয়
বলটা হারিয়ে দিয়ে চলে গেল নতুন একটা ক্যাম্বিসের বল
তাই খুঁজতে আসি,—না না খবরদার এখানে এসো না
পুরনো লোহার টুকরো, ভাঙা কাচ, এখানে উন্মুখ হয়ে আছে
তোমার কিশোরপায়ে বিঁধে যাবে, খুব লাগবে, দেখো
বিঁধলে বার করে দেবো, তাই বলে তোমার কাছে যাবো না ঘাসবন?
অমন সবুজ তুমি অমন নিশ্চুপ—বৃষ্টি হলে
টাবুদের ছাদ থেকে দেখি আমি ঐ ভাঙা ইঞ্জিনের মাথায়
কাক ভিজছে, কাঁটাতার, সেও ভিজছে, ইঞ্জিনের ছাদে
একটা একহারা লতা, কী সবুজ, নুয়ে পড়ছে মরচের কালোয়
তাও যাবো না? না এসো না, ও কিশোর হাতছানি সুন্দর
কিন্তু তার নীচে ওই ঘাসের তলায় আছে বিষমুখে সাপ
কী করবে, কামড়াবে? বেশ কামড়াক, কী হবে? মরে যাবো
কিন্তু ঘাসবন ওগো হাঁটু উঁচু ঘাসের জঙ্গল
এমন সবুজ তুমি, একবার পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়ব না
তা কি হয়?
একবার তোমার মধ্যে পা ডুবিয়ে হাঁটবো না?
কই সাপ? কামড়াক দেখি এসে!
কামড়েছে, মরিনি তাতে ভাঙা লক্কড়ের মধ্যে
আর একটি বিষমুখ সাপ হয়ে
ঘাসের জঙ্গলে থেকে গেছি।

কোন রাস্তা ডাইনে রইল

কোন রাস্তা ডাইনে রইল, কোন রাস্তা চলে গেল বাঁয়ে
মনে করে রেখো কিন্তু আর ঝগড়া কোরো না দু ভায়ে
ছুটি হলে বাড়ি এসো, মা বলেন, হারুর রিক্সায়—
হারুর এ বেলা কাজ, তাই দু ভাই নিজেরাই যায়
ইস্কুলে—নিজেরা খায় বুড়ির চুল, চালতার আচার
লাল বরফ, তিলখাজা এবং পড়া না পেরে মার
দু ভাই অক্লেশে খায় সারাদিন যা কিছু বারণ
যা কিছু নিষেধ খায় দিনভোর, কেন না এমন
সুযোগ কি বারবার আসে? সমস্ত নিষেধ দু পকেটে
ঢুকিয়ে বাড়িতে ফেরে দুই ভাই, রিক্সায় না, হেঁটে;
দু ভাই দু পথে ফিরছে, দুইটি কান্তার, গোলকধাঁধা
দু রকম বাঁকাপথ, দু রাস্তায় দু রকম কাদা
দূরে সন্ধে হয়ে আসছে, পায়ে শত্রু, সন্দেহ, কাঁকর
দুজনে দু মাঠ থেকে টেনে তুলছে বাসস্থান, কাদামাখা ভাত ও কাপড়।

কী সুন্দর ফোটোস্ট্যান্ড

কী সুন্দর ফোটোস্ট্যান্ড, কী সুন্দর বাবা মা-র মুখ!
নতুন বিয়ের পরে মায়ের মাথায় ঘোমটা তোলা
বাবার পাঞ্জাবি থেকে চেনা যাচ্ছে সোনার বোতাম
মায়ের দু চোখে একটা লজ্জাখুশি, বাবার চিবুকে গর্বঢেউ
দুই-ই স্তব্ধ হয়ে আছে কত কত বছর যাবৎ
ফোটোয় তাদের ঘিরে কবেকার চন্দন পরানো
আবছা ফোঁটা দাগ, কাচে পুরুধুলো, আঙুলে ঘষলেই
কাচ একটু চকচকে, মধ্যে আনন্দ—নিষ্প্রাণ বাবা মা-র
আমারও কবিত্বে তুমি চন্দন পরিয়ে দিয়ে গেছো কতকাল
এখন চন্দন নেই, কবিত্বের কাচ ঘিরে ধুলো আর মাকড়সার জাল।

আমাদের ছাদে এল

আমাদের ছাদে এল মরা মেঘ, বৃষ্টি সে আনেনি।
ছাইছাই একটা আলো, রোদ চেপে রাখলেই যা হয়
গাছগুলোরও সাড় নেই, হাওয়া নেই তাদের পাতায়
থম হওয়া একটা দিন, একটা মেঘ, মেঘই হয়তো নয়
আমার জানলায় এল: মেঘের ভিতরে ছাই রঙ
লম্বা একটা ধানক্ষেত, ওপারে টেলিগ্রাফের থাম
দুটো বড় বড় গাছ, মাঝখানে লেভেল ক্রসিং
সব জলে থৈ থৈ, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে একটা লোক
একা মাঠ পার হচ্ছে, ছাই রঙ বৃষ্টিতে ছাই রঙ
লোক একটা। কী ওর নাম? ঠিক ঠিক, বিনোদ মাস্টার!
ইস্কুলের ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতেন 'শ্রী বিনোদ'
ছদ্মনামে। থাকতেন সেই কোন বেড়িয়া-আঁশতলা—
ইস্কুলমাস্টার, কবি, মাঠ ভেঙে, ঘোর কাদা ভেঙে ফিরছেন
বন্যার আটষট্টি সালে...আমি তার সুযোগ্য ছাত্তর
আমাকে বলেছিলেন, আমারও লেখার বেশ হাত ছিল জানিস...
আজ এক মরা মেঘে জানলার সামনে আমি দেখতে পাই দূরে
কবেকার বৃষ্টি পড়ছে ছাইরঙ ধানক্ষেতে পোস্টে লেভেল ক্রসিং-এ শ্যাওড়া গাছে
আর সে বৃষ্টির মাঠে
কাদার ভিতর থেকে কলম আঁকড়ানো হাত কনুই পর্যন্ত উঠে আছে।

বই হারিয়েছে

বই হারিয়েছে, এক অন্ধকার তার ছন্দবাণী...
একজন বিষয়, দুটি অনুচ্ছেদ, তিনটি পঙ্‌ক্তিমালা,
সামনের জানলায় এসে ঘুরে ফিরে বলে আমরা পাখি
এখন আকাশে থাকি, গাছে বসি, মাছ ঠুকরে তুলি
তোমাকে পিছনে ডাকলে রাগ কোরো না, খুঁজো না অমন
খড়ের গাদায় ছুঁচ—এই ছুঁচ নিজে সুতো টেনে
মাটির তলায় যাবে এঁকেবেঁকে দূরদূরান্তর
ছুঁচ মাটি ফুঁড়ে উঠলে. সে অঙ্কুর, সুতোরা শিকড়
একাকী বিষয়, দুটি অনুচ্ছেদ, পঙ্‌ক্তি চারজন
ভেসে ওঠে, হানা দেয়, ডানা ঝাপটে উড়ে সারাঘর
যখন মিলিয়ে যায় দেখি আমি আকাশে আকাশে
হারানো সমস্ত বইতে আলো ফেলছে তারাকারিগর!

সরু হয়ে শুয়ে আছে নদী

সরু হয়ে শুয়ে আছে নদী, তাকে পারাপার করে
খেয়া, তিন পয়সা দিলে, প্রতিবার এপার ওপার
ফেরার সময় সব বইখাতা জামা দিয়ে বেঁধে
খেয়ার গলুইয়ে রেখে, ঝুপ করে নদীতে পড়েই
নৌকোর পাশপাশ যাওয়া, লাফ দে না অ্যাই কালু, লাফা!
ভিতু সহপাঠী, তার ভয় দেখে দুয়ো দুয়ো দুয়ো
শচীন মাঝির ছদ্মরাগ গালাগালি বৈঠা তুলে!
হালে শচীনের ছেলে, নৌকোবিদ্যা শিখছে সে নতুন
গলুই একহাতে ধরে ভাসা আর সাঁৎ করে একডুবে ওপার
ভেজা হাফপ্যান্ট পরে বাড়ি ফেরা, চুল বেয়ে গড়ায়
জল, সেই জল কখন পা বেয়ে মাটিতে নেমে খাল
আজ সেই খালে আমি শব্দ পারাপার করে ফিরি
খালের কুমির বলে, জলে নেমে করো মাঝিগিরি!

কদম ফুলের গায়ে

কদম ফুলের গায়ে সত্যি সত্যি কাঁটা দিতে পারে?
সেবার বর্ষায় দিল, এতটুকু বানিয়ে বলছি না
যদিও ইট বার করা বাড়ি, গাছটি বেড়ার ওপারে
উঠোনে টিউকল, পাশে বালতি হাতে নিয়ে দুটি মেয়ে
কানে কি ফিসফিস বলে হেসে আর বাঁচেই না যেন
অচেনা কে পথচারী ঘোষপাড়ার পথ জানতে চেয়ে
না শুধিয়ে চলে যাচ্ছে দুটো জলজ্যান্ত মেয়ে দেখে...
নারকেল গাছের সারি, গাছের মাথায় শ্যামলা মেঘ
পায়ে চলা পথ চলছে, দুধারে চাটাই দেওয়া ঘর
এই এলো এই সরছে গাছতলায় রোদের চৌখুপি
এক্ষুনি ঝিরঝির বৃষ্টি শরৎকালের যা স্বভাব...
লাজুক কে পথচারী ঘোষপাড়ার পথ খুঁজে না পেয়ে
ফের ও বাড়ির সামনে। শরৎস্বভাবী মেয়ে দুটি
কী হয়েছে ওদের মধ্যে? রাগকরা মুখ একজন
হনহন চলে যাচ্ছে, অন্যটি দৌড়য়, 'শোন শোন'...
পড়বি তো একদম পড় গায়ের ওপরে: 'ইস মাগো!'
জামায় আধবালতি জল, হোঁচট সামলাতে মুখোমুখি
প্রায় জাপটে ধরে ফেলল ভিজে গায়ে দোঁহাকে দুজন
আমাদের পথচারী জ্ঞান হারিয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে
দেখল, দু হাতের মধ্যে সারাগায়ে কাঁটা দেওয়া বৃষ্টির কদম।

হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো

হাড় দিয়ে তৈরি নৌকো, স্বপ্নে দেখি, পাশের জলায়
গলুইয়ে উঠেছে ঘাস, হালে কে বসেছে কাঁথামুড়ি
দড়ি ধরে শূন্য থেকে নেমে ওর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এদিক ওদিক করছে চাঁদের হলুদ পেন্ডুলাম
ম্লান সাদা হাড়-নৌকো, কোথা যাবে, আটকেছে জলায়
গলুইয়ের উল্টোদিকে বসে কেউ মাঝিকে শুধোয়
মাঝিভাই, উঠে পড়ো, ঠেলো নৌকো, ঠেলে দাও জলে
মাঝি ঘোমটা খোলে, তার নাকমুখচোখ পিতলের
দৃষ্টি নেই, পিতলের হাত দিয়ে সে হাল ঠেলেছে, শব্দ ঠং
একটুও নড়েনি নৌকো, মাঝি জলে পড়েছে ঝপাস
তলিয়ে গিয়েছে আর জলাঘাসে ফুটিফুটি তারা বুড়বুড়ি
নৌকোয় যে লোকটি একা সে তো আমি, হালে যাই তবে,
যেতে গিয়ে দেখি চাঁদ আমার মাথায় লেগে থেমে গেল ঠং
আমার দুখানা হাত দুটো পা কোমর মুখ চোখ
সমস্ত সমস্ত ওই পিতলে রূপান্তরিত হয়েছে কখন।

তিনটে লম্বা পেঁপেগাছ

তিনটে লম্বা পেঁপেগাছ পাঁচিলের সীমান্তে দাঁড়ানো
পাঁচিল, সে ভাঙা, তার ইট আধলা ঢাল দিয়ে নেমেছে পুকুরে
পুকুর, সেও তো মজা, তাকে ঘিরে ঝোপ জংলা বন
পুকুরের পরে রাস্তা উঁচু হয়ে বাজারে চলেছে লোক নিয়ে
বেশি নয়, একটা দুটো, ধুতি শার্ট, লুঙ্গি গেঞ্জি, সাইকেলে ঝোলা
কারো বেশি তাড়া নেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করে
গল্পের পিছনে মস্ত ভাঙা বাড়ি, হাড়গোড় ভাঙা জমিদারি
ফুটো করে গাছ বেরোনো, গর্ত করে বসে থাকা সাপ
তাদেরও পাঁচিলে ফুটো, ফুটো গলে আমরা খেলতে যাই
ভিতরে চৌকোনা মাঠ, সে মাঠেও পুরোনো মন্দির
কী বিগ্রহ ছিলো, কোন পুরোহিত, খোঁজ নেই কারো
ভাঙা পাঁচিলের পাশে পেঁপে পড়ে ধুপ করে গড়িয়ে যায় জলে
ঢাল বেয়ে ধরতে ছুটি মা দেখে ফেললে বকবে বলে
পা টিপে পা টিপে ছুট, কাচ ফুটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
ফেরা—আজ চৌকো ফ্ল্যাটে তারো বেশি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আমি
চরণ সাজাই ছন্দে, যে কবিতা ভেদ করে নামি তার
ভাঙা পাঁচিলের পাড় থেকে
সেই তিনটে পেঁপেগাছ ওই অত পিছন থেকে দ্যাখে
ঢালুতে গড়ানো ফল ধরতে আমি ছুটে যাচ্ছি
অন্ধকারে কাচ দেখে দেখে...—

কত বাক্যব্যয়

কত বাক্যব্যয় কত আবেদন বিতর্ক বোঝানো
সীমান্তের পাশ দিয়ে আইনি বেআইনি আসা যাওয়া
কত ধরা ছোঁয়া কত না ছুঁই পানির হাতসাফাই
এইসব কম্ম করে তিন-চারবেলা খেতে পাই
কত মেঘ কত রোদ কত কত বৃষ্টি এসে পড়া
পানের দোকান কত আয়নায় ঠেলেঠুলে চুল ঠিক করা
কত গা জ্বালানো কথা কত মন ভরানো রিনঠিন
কত চোখ তোলা কত শ্রীময়ী বিকেল তবু কপর্দকহীন
বাঁক ঘুরলেই দ্যাখা ইস্কুলের রাস্তায় দাঁড়ানো
আজ মিস হয়ে গেল দুখানি বিনুনি মাত্র চোখে
কাল ঠিক ভাগ্য ছিলো সামনাসামনি গজুদার চায়ের দোকানে
কত চা সিগ্রেট কত ধারবাকিতে কথা কাটাকাটি
গানের ইস্‌কুল কত ভিড় করা গীতবিতানেরা
কত শিরঃপীড়া কত হিংসেহিংসি তোর তাতে কী রে
বৃথা বাক্যব্যয়, আজ দেখি সব বাক্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভিতরে চলেছে পথ সাপের জিভের মতো চেরা
সেইসব হিংসে নেই, প্রতিহিংসা গড়ে তুলছে ডেরা
সে সব বাড়িতে যাই নাচতে হয় নিন্দাঅগ্নি ঘিরে
যদি ভাবো ফিরে যাবো যদি ভাবো মিশে যাবো ভিড়ে
পা টেনে ধরবে জাল সর্পাঘাত থমকে আছে শিরে
এইটুকু সীমান্ত, কিন্তু তাকে ঘিরে কত কাঁটা বেড়া
না আর সম্ভব নয় স্বর্গের ভিতর দিয়ে ফেরা
যারা ফিরতে গিয়েছিল ঐ দেখ পড়ে আছে মুণ্ডুকাটা হাত ছেঁড়া পা ছেঁড়া

ওই নোকারির মাঠ

ওই নোকারির মাঠ, ওই মাঠে ফেলে আসা হয়
মরা মহিষের বাচ্চা, মরা গরু, ছাগল, বাছুর
পায়ে দড়ি বেঁধে টানা কুকুর, পেট ফুলে চার পা বাঁকা
পচাগন্ধ দিনে দিনে ওই তেপান্তর পার হয়ে
খালের ওপারে গিয়ে ধানক্ষেত দিয়ে বয়ে যায়
গোঁ গোঁ চলে শ্যালো পাম্প, ছাতারে পাখির ঝগড়া, আর
আল দিয়ে ফেরে টোকা, এক দুই তিন, সন্ধে হয়
সন্ধেবেলা কাজ শেষে এক কবি পিচ রাস্তা ধরে
বাড়ি ফেরে, নাকে তার হঠাৎ ধানঝাড়া গন্ধ আসে
সে দ্যাখে পিচের মধ্যে ঘাস আর ফ্ল্যাটবাড়ি হটিয়ে ধানক্ষেত
আর সে ক্ষেতের মধ্যে মস্ত চাঁদ মাটি দিয়ে গড়িয়ে চলেছে
কাদায় চাকার দাগ ধরে চোখ যতদূর যায় ততদূর
সেই তেপান্তর, তার এখানে ওখানে চরছে
হাড়ের মহিষ, গরু, হাড়ের বাছুর...

কীভাবে এলাম এই শহরে

কীভাবে এলাম এই শহরে, সে মস্ত ইতিহাস!
হামাগুড়ি দিয়ে আর ট্রেনের পিছনে ট্রেন ধরে
রেললাইনে হাতেপায়ে তালা ও শিকল বেঁধে শুয়ে
ট্রেন এসে পড়ামাত্র চক্ষের নিমেষে ড্রাইভারের
কেবিনের জানলা দিয়ে জনতার প্রতি হাত নেড়ে
টুপির ভেতর থেকে পায়রা খরগোশ ধরে, ছেড়ে,
মাথার এদিক দিয়ে রড ঢুকিয়ে ওদিকে বার করে
সম্মোহন করে নিজ সহকারিণীকে বাক্সে ভরে
সে-বাক্সের চারদিকে ঢুকিয়ে ষোলোটা তরোয়াল
টুং টাং লাইটার জ্বেলে বাক্সটি পুড়িয়ে ছাই করে
উড়ো মন্ত্র বলতে বলতে নেমে গিয়ে নিজে সে-মেয়েকে
দর্শক আসন থেকে বাহু ধরে মঞ্চে তুলে এনে
ম্যাজিকে প্রমাণ করে আমি হচ্ছি পয়লা নম্বর
তবেই শেষমেষ ডেকে জায়গা দিল আমাকে, শহর।
এখন ম্যাজিকই ধ্যান, জ্ঞান, বুদ্ধি, বাঁচামরা পেশা
ভোর থেকে হাতসাফাই, নিজের জিভ কেটে জোড়া দেওয়া
সন্ধ্যায় হাজির হওয়া মঞ্চে মঞ্চে ভরাভর্তি শো-এ
রাত্রিবেলা বাড়ি আসা ধুঁকে ধুঁকে করতালি সয়ে
ভোর থেকে প্র্যাকটিস শুরু, প্রত্যহ দাঁত দিয়ে ওই
কামড়ানো বুলেটে ধরা প্রাণ
একবার ফসকালে শেষ, মনে রেখো, ও ম্যাজিশিয়ান!

না বসা যাবে না

না বসা যাবে না এই সকালবেলার বিদ্যালয়ে
না ওঠা যাবে না ওই ঝাঁ ঝাঁ রোদরশ্মি বেয়ে ছাদে
না ধরা যাবে না ওই গামলায় তোয়ালে মোড়া শিশু
না ভাঙা যাবে না ওই কালো হাত যে শেকল বাঁধে
না শোয়া যাবে না এই খড়ের শয্যায় এক বছর
না খাওয়া যাবে না লাল হবিষ্যান্ন, মালসায় ঘি-ভাত
না বোঝা যাবে না এই দেশকাল সন্তুতি পূর্বাপর
না গোঁজা যাবে না এই উনুনে লেখায় দেওয়া হাত
না মরা যাবে না এই তেতাল্লিশে বুকুনদের রেখে
শরীর ধারণ করতে হবে রোদ বৃষ্টি এঁকেবেঁকে...

সকালবেলায় উঠে

সকালবেলায় উঠে চারিদিকে কোনো নদী নেই
সব জমি সমান করা, পুকুরের জায়গায় ঢিবি
কোনো গাছে পাতা নেই, খাড়া খাড়া গাছ, গায়ে কাঁটা
সব পাখি খড়ের পাখি, ডানায় পালক নেই কারো
সব ঘর তাসের তৈরি, সব লোক পেন্সিলের কাঠ
সব চোখে মারবেল ভরা, টকাস টকাস করে নড়ে
সবাই নিঃশব্দে চলছে পিছনে ব্যাটারি ফিট করা
আমি এই মাঠ কিংবা মাঠসম বাঁধানো চত্বরে
সকালবেলায় উঠে ছাইছাই বিষ মেশানো রোদে, মুখ চিনে
ক্রেতার সন্ধান করছি একটি ব্যাটারি মাত্র দামে
কে আমাকে শাস্তি দেবে আমার আগ্নেয়মাথা কিনে?

আনন্দ শ্যামবাবু স্যার

আনন্দ শ্যামবাবু স্যার, আনন্দ হে ভোরবেলা ইস্কুল
আনন্দ নিলডাউন, আনন্দ কিলচড় মুঠো চুল
আনন্দ স্কুলের ছাদ, আনন্দ হে ঘুড়ি ধরতে যাওয়া
আনন্দ খাতায় গোল্লা, মাস্টারের ক্রুদ্ধ পিছু ধাওয়া
আনন্দ সপাং বেত, না-ফেরা পড়ায় মতিগতি
আনন্দ ঝোপঝাড় খাল আনন্দ পাঁচিলে প্রজাপতি
আনন্দ হে স্কুল পালানো, বড় হওয়া বাংলা হিন্দি সিনেমাকে চিনে
এগারো ক্লাসের বিদ্যে, বেঁচে থাকা অপরের অভিশাপ কিনে
ধিক্কার, লেখার চেষ্টা, আবাল্য কবিতা লেখা ধিক
সপাং, শ্যামবাবু স্যার, সপাং আপনার বেত ঠুনকো সম্মান-চামড়া
ছিঁড়ে খুড়ে দিক!

আমাকে দেবতা বলে

আমাকে দেবতা বলে একদিন ভেবেছ—তিন বছরে
নিশ্চিত বামন বলে মনে হল তাকেই, সৎ অসৎ
যে কোন কিছুতে কব্জি ডুবিয়ে যে পরে হাত চাটে,
চাটতে চাটতে ছালচামড়া উঠে যায় খড়খড়ে জিহ্বায়
সে জানে না নিজরক্ত নিজে খায়—ভরাভর্তি হাটে
সবাইকে ডেকে বলো, এখনও সময় যায়নি, বলো
ওই লোকটা—ইস, মা গো—ওই সময় জন্তু হয়ে যায়!

গরম গলানো পিচে

গরম গলানো পিচে হৃৎপিণ্ড মুড়ে দিল, যাতে
বেশি না ধকধক করে, সহজে গুটিয়ে ছোট হয়
যাতে সে মনে না রাখে এ বস্তু বিক্রির জন্য নয়
যাতে সে লোকের চাপে বসে পড়তে বাধ্য হয় পাতে
পশুর মতন মুখ নিচু করে খেতে বাধ্য হয়
অন্ন বা প্রেমের স্পর্শ না পায় ব্যান্ডেজমোড়া হাতে
সেহেতু গরম পিচে হৃৎপিণ্ড মুড়ে দিল—তাও
আজকের শরৎরৌদ্রে ঘরে পথে আমরা দেখতে থাকি
লোহার পাঁজরশিক ভেদ করে ফুরুৎ উড়ে গিয়ে
জীবাশ্মের মতো দেহ পালকহীন ভারী ডানা নিয়ে
আকাশে আকাশে ঘুরে কী রকম খেলা দেখায়
পোড়া চ্যাপ্টা কৃষ্ণকায় পাখি

ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি

ঝাঁটা বালতি ছুঁয়ে বলছি, জমাদার দিব্যি গেলে বলে
'ও কাজ করিনি আমি ওই ধুতি আর কেউ নিয়েছে!'
আমার তো ঝাঁটা বালতি কাগজ কলম, তাই দিয়ে
ওরই মতো পেটভাত হয়, এই কাগজ কলম ছুঁয়ে বলি
ও কাজ করেছি আমি, তার জন্যে ছেড়ে গেছি ঘর
সে বাবদ যা যা শাস্তি পাওনা হয়, ওতে নয় আমাতে অর্শাক
অর্শেছে, তাই তো এই হা হা মাঠে হাহাকার ঝরানো বর্ষায়
একপায়ে শাস্তি নিতে দাঁড়িয়েছি, সব গাছ ছাড়িয়ে গেছে মাথা
এত বৃষ্টি চারিদিকে, এতটুকু গা ছুঁচ্ছে না আর—
ভেতরে কবিত্ব পুড়ছে, পুড়ে পুড়ে ধকধকে অঙ্গার!

বাড়ির বাতাবি গাছ

বাড়ির বাতাবি গাছ, উঠোন পারের গন্ধলেবু
তোমাদের মনে আছে সেই কেমন বৃষ্টি সাতসকালে?
তোমাদের সারা গায়ে ঝাঁকড়ানো পাতায় ভরা জল?
ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে তলার এবড়োখেবড়ো ঘাসে
ঘাসের উপরে দুটো বেড়ালবাচ্চার হুটোপুটি
ভিজে একশা একটা কাক খা খা করছে পাশের আমগাছের ডালে
বারান্দা সিঁড়িতে বসে বাবা মা ও দুজন বালক
সেদিন ইস্কুল নেই, শরৎকালের জন্য ছুটি...
আজও এক শরৎকাল সাদা মেঘ ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে
ভোরে বৃষ্টি হয়েছিল, রোদ উঠছে, সে বৃষ্টি শুকোবে
বাড়ির বাতাবি গাছ, উঠোন পাড়ের গন্ধলেবু
তোমরা কবেই মরে শুকিয়ে উনুনে-জ্বলা কাঠ
এখন অপর গাছ সে উঠোনে বসবাস করে, এই দ্যাখো
আমিও শুকিয়ে কবে কাঠ কোন উনুনে ইন্ধনমাত্র, আর
আমার শরীরে কেউ বসে, ওঠে, কথা বলে,
রাস্তায় বেরিয়ে করে অন্নের জোগাড়!

ময়ূর আমার

ময়ূর, আমার কাছে এসো, চোখ ঠুকরে তুলে নাও
ময়ূর, আমার পাশে বোসো, ঠুকরে ভাঙো শিরদাঁড়া
ও, শিরদাঁড়া তো নেই! ময়ূর আমার, ঘন হয়ে
এসো, আদরের নামে নখে আঁচড়ে ছিঁড়ে দাও গাল
ময়ূর, আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে কাবেরীকে কাল
বলব পথ দেখে নিতে, আর তুমি আমার কঙ্কাল
নখে তুলে উড়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে রাস্তায় ময়দানে
যারা ভিড় করে আসবে, দেখবে তারা সকলেই জানে
কী তোমার হেডলাইন কী আমার নিষিদ্ধ কাহিনী
ময়ূর আমাকে দলে নাও আমি সে সব কথাই
রঙচঙে বিশেষ দামে ছেড়ে দেব, চলো হাট বসাই
মানুষ তো বোকা নয়, তারা বলবে এই হল সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী
ময়ূর, আগে তো তুমি সাপ খেতে ভালবাসতে, আজ
খবর খেতে যে কতো ভালবাসো তা তো আমি জানি!

কীভাবে পেয়েছি

কীভাবে পেয়েছি তার মৃতদেহ বৃষ্টিজলে ধোয়া
ঘুরেছি সমস্ত রাত কীভাবে মুখ ভর্তি বিষ নিয়ে
কীভাবে প্রাণের বন্ধু একবাটি প্রতিশোধস্পৃহা
মুখের সামনে ধরে দিয়ে বলেছে তলার বিষটুকু
তুলে নাও তুলে নাও দেরী হয়ে যাচ্ছে, তুলে নিয়ে
শরীর লোহায় ছড়ে নর্দমার নীচে পাঁক মেখে
পরের বাগানে কাঁটাতার আর পাঁচিলের কাচে
শতচ্ছিন্ন হ'তে হতে রাতশেষে পুকুরধারে এসে
হঠাৎ পেলাম তার মৃতদেহ বৃষ্টিজলে ধোয়া
এতখানি প্রতিহিংসা এখন কী করি? কোথা রাখি!
বরং পুকুরে ঢালি, এ পুকুর বহুদিন চিনি—
ঢালামাত্র জ্বলে উঠে বাষ্প হয়ে গেছে পুষ্করিনী
ধোঁয়া যেই সরে গেল আকাশে প্রথম নীলচে রং
কেমন একটা হাওয়া আসছে, সবে ডাকতে শুরু করল পাখি
শরীর বিষাদভরা, প্রতিহিংসা নেমে গ্যাছে, গিয়ে,
দেখি যে পুড়িয়ে-ফেলা কাদাপাঁকে শুয়ে আছে
তার মৃতদেহটি জড়িয়ে...

ময়ূর, তোমাকে দেখে

ময়ূর, তোমাকে দেখে আমার জেগেছে সমকাম
গোঁফ দাড়ি কিচ্ছু নেই, লম্বা চুল, কানে একটা দুল
কী দারুণ নাচতে পারো, পাশে নারী, তাকে ঈর্ষা করি
নারী হতে তো পারব না, তার বদলে অঙ্গচ্ছেদ করে
শাড়ি পরা হিজরে হই, বহুকষ্টে ভেঙে ফেলি গলা
হাঁটাচলা রপ্ত করি—তোমার টাইট জিন্‌স্‌, কালো
গোলগলা টি শার্ট, না না শার্ট নয়, হাতা নেই, মুক্ত বাহুমূল
দারুণ পোশাক, আমি ঢোল নিয়ে যাব তোমার ফ্লোরে
তুমি ওই মেয়েটিকে ছেড়ে একটু আমার এই ক্ষীণ কটি ধরে
অন্তত দুপাক নেচো, তারপরে স্মৃতিটুকু নিয়ে
বাড়ি ফিরে আমি দেখব স্ক্রিনে স্ক্রিনে তুমি আসছ সমস্ত বাড়িতে
সব্বাই হাঁ করে দেখছে তোমার প্রকাশ, তুমি প্রত্যেক কাগজে
ক্রোড়পত্রে দেখা দিচ্ছ একসঙ্গে দু পাতা জুড়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে
কী সুন্দর গলা চেপে কথা বলছ তরঙ্গ এফ. এমে
আমি ছুটে ফোন করছি, চিনতে পারছ, আমার আর সৌভাগ্য ধরে না
ময়ূর, তোমাকে দেখে আজ আমি এই বয়সে এসে
ধপাস ধপাস করে পড়ে যাচ্ছি সমলিঙ্গ প্রেমে!

বাঁশপাতা মন্দিরের গায়ে

বাঁশপাতা মন্দিরের গায়ে মুখে ঝাড়ন চালায়
যতবার হাওয়া আসে মন্দিরে চুনবালি উড়ে যায়
মন্দিরে বিগ্রহ নেই, ভিতরে খোঁদলভর্তি সাপ
কাটে না কাউকেই, শুধু লম্বা দাগ টেনে সাঁতরায়
পুকুরে-চান করে কেউ উঠে গেলে সিঁড়ি রাখে তার পায়ের ছাপ
সাইকেল হেলানো আছে মন্দির রোয়াকে, লোক নেই
ওখানে দুপুরে বসে কারা করে চাপা আলোচনা
কারো চোখ ছোট, কারো কাটা দাগ মুখে, ভাঙা হাত
তারা কেউ নেই আজ, কে বউটি কাপড় জামা কেচে
উল্টো ঘাটে উঠে যায়, দুপুর গড়িয়ে চলে মাটির রাস্তায়,
একজন
কিশোর একলাটি বসে ঢিল ফেলছে পুকুরের জলে
সে আজ দুপুরবেলা জীবনে প্রথম একটা কবিতা লিখেছে

শরীর থরথর করছে

শরীর থরথর করছে, এইমাত্র বিষ ঢেলে এলাম!
সে এখন বাড়ি ফিরে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মরে যাবে
সে এখন বমি করবে জ্ঞান হারাবে ফেনা তুলবে মুখে
আমি খুব সুখে নেই, পড়ে আছি জলার পাশটায়
ল্যাজ মাড়িয়ে রিক্সা চলে গেছে, পিঁপড়ে কামড়েছে দু চোখে
গায়ে সাড় নেই আর শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই, সব বিষ নিঃশেষ
পড়ে আছি পড়ে আছি দিনরাত্রি নেই বৃষ্টিরোদ
নেই আছে নেই আছে থাকতে থাকতে শুকনো খিদেবোধ
খোঁচাচ্ছে নাড়াচ্ছে উঠে বার করছে পথে উল্টোসিধে
রাস্তায় আবার নামছি এ খোঁচাচ্ছে ও তাড়াচ্ছে গর্তে দিচ্ছে শিক
আমি পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছি অলিতেগলিতে
আবার সন্ধান করছি লোক কই লোক কই
আবার আবার বিষ জন্মাচ্ছে থলিতে।

সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি

সন্ধ্যার এপারে বৃষ্টি, ওই পারে লোক চলাচল
ধানক্ষেতে টর্চলাইট, অন্ধকার সন্তানসন্ততি
টালিছাদে লাউলতা, বেড়ায় মুখ নিচু কুমড়োফুল
এ বাড়িতে কী কারণে, কার কাছে, কোথায় এসেছি?
সন্ধ্যার ওপারে বৃষ্টি, এই পারে আমি-তুমি লোক
দুই পার ফুঁড়ে দেয় না-বোঝা কালের মতিগতি
হ্যাজাক লাঠিতে ভাঙছে, টর্চলাইট লুটোচ্ছে কাদায়
চুল ধরে হিঁচড়ে আনছে এক্ষুনি বিধবা করল যাকে
কাপড়ে, কাদায়, রক্তে, বীর্যে—না, ক্লীবত্বে মাখামাখি
তাকে ছুটতে দেখা গেছে, না তাকে পাওয়া যাবে না আর
সন্ধ্যার ওপার থেকে সন্ধ্যার এপার একাকার
দুই পারে আমরা লোক, চলাচল করি, বসে থাকি,
ক্ষতি হয়, ক্ষতি হয়, আমাদের হাত থেকে ক্ষতি
নেয় আর ফিরি করে অন্ধকার সন্তান-সন্ততি!

রূপ আসে। পুড়ে যায়

রূপ আসে। পুড়ে যায়। বুক ভেঙে দিয়ে যায় কাম।
ধুলো হওয়া জনপদ, বালি হয়ে যাওয়া সমুদ্রকে
পেরোতে গিয়েই আমি তার নীচে হৃৎপিণ্ড শুনলাম।
প্রকাণ্ড ঘড়ির মতো! বন্ধ না, এখনও ধকধকে।
রূপ এল। জ্বলে উঠল, ধোঁয়া হল ছাই রেখে রেখে—
ঘরে ঘরে পড়ে রইল কালা আর বোবা মনস্কাম
স্বামী ও সন্তান দিয়ে দু দিনেই অমন মেয়েকে
পিছমোড়া বেঁধে ফেলল তোমাদের সংসারের থাম।
কোনোদিন বলা হয়নি, আর কখনও বলাও হবে না
ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, ফ্ল্যাটজমি দর করছে লোকে
যা এখন জল তা-ই মুঠো থেকে বাষ্প পরক্ষণে
তবু আসে, ভেঙে ফ্যালে—রূপ, রূপ—প্রকাশ্যে, গোপনে..
আমি নিরুপায়, বলি পালাতে পালাতে নিজেকেই
শেষ হয়ে যাওয়া প্রেম, বিষ হয়ে যাওয়া বন্ধুত্বকে
ফের যদি ডাকিস তবে গলা টিপে মেরে ফেলব তোকে!

ঘরে ঘরে এত অগ্নি

ঘরে ঘরে এত অগ্নি সংযোগ করেছি চুপিসাড়ে
পাত্রে পাত্রে মিশিয়েছি এত এত বিষ নির্বিকার
তাড়া করে গেছি এত, মেরেছি পিছন থেকে ঘাড়ে
গড়েছি নগর থেকে গ্রামে এই দাসের পাহাড়
লুকিয়ে ফিরেছি কত পিঠে নিয়ে মুমূর্ষু বন্ধুকে
রাজার পশ্চাৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছি সিংহাসন
উড়িয়ে দিয়েছি ব্রিজ, ভয় পাইনি কামানে বন্দুকে
ট্যাঙ্কের পিছনে ট্যাঙ্ক, নীচে আমরা, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভাইবোন
পিষে গেছি মিশে গেছি ভাঙা বাড়ি ইটকাঠ-গুঁড়োয়
মাইনে স্পিলন্টারে ছিটকে পড়েছি ধানক্ষেত থেকে জলে
ঝড়ে উড়ে যাব আর ঝড়কে উড়িয়ে দেব বলে
আর অন্য কারণে না, আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল না
কিন্তু আমাদের হাত, আমাদের হাড় থেকে সোনা
আর কেউ খুবলে নিল, আর কেউ প্রমোদ তরণী
বানাল, অথচ তুমি বেলা থাকতে লক্ষই করনি।
একদিন বারুদঘরে আগুন দিয়েছিলাম কেন?
একদিন আমার হাত ছিঁড়ে শূন্যে উঠেছিল কেন?
একদিন তোমার দেহ তালগোল পাকিয়ে কেন শব?
এখন ধুলোর পথে ধুলোমাটিকাদা হয়ে থেকে
মর্মে মর্মে বুঝে দেখি আর কোনো কারণ ছিল না
এগিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন এগোতে হবে তাই
আজ সেই যাত্রাপথে ছাইমাত্র ওড়ে আর সেই ছাই গায়ে মেখে আসে
বিশ্বাস ভাঙার বন্ধু, ভাইকে পিছন থেকে ছুরি মারা ভাই।

একবার তাকাও সোজা

একবার তাকাও সোজা, চোখে চোখ রাখুক ছলনা
একবার সবাইকে বলো, যজ্ঞ নেই, কী হবে সমিধ?
বয়ে আনা কাঠ-বোঝা, না তোমার কথায় ফেলবো না
মাথায় থাকুক, জ্বলে উঠুক মস্তকে শেষ মিথ!
সব বানানো? যোগসাজশ? সাফল্যের নোংরা ব্যাকডোর?
কার বাড়ি কে বেশি যায়, কাকে ফোন করে, তার উপর
নির্ভর করার তত্ত্ব, নিজের চোখে দ্যাখোতো কীভাবে শব্দভেদী
ধনুকবান ছেড়ে দিয়ে নিজ ব্রহ্মতালুতে বানালো যজ্ঞবেদী
হু হু ওঠে হুতাশন, খুলিতে আগুন নিয়ে ঘোরে
অরণ্যে অরণ্যে গ্রামে জনপদে নদীমাতৃক্রোড়ে
বসে না বিশ্রাম নেয় না একাধারে কবি আর ব্যাধ
নিজ অভিশাপ নিজ মস্তকে ধারণ করে করে
এক যুগ পেরিয়ে ওই যে পরবর্তী যুগে ঢুকে পড়ে
মিথ গড়ে, মিথ ভাঙে, ওই সে দাম্ভিক, মূর্খ, জেদী!

আজ একটা অজগর

আজ একটা অজগর আমাকে পায়ের দিক থেকে
গিলতে শুরু করল আমি বোঝার আগেই, এই বনে
কাঠ কুড়োতে আসি আমি, কাঠ কাটতে নয়, কোনও গাছে
কুঠার ছোঁয়াইনি আমি, আমার কুঠারই নেই, শুধু
শুকনো পাতা শুকনো ডাল মাটি থেকে তুলে নিয়ে যাই
উনোনে জ্বালানি করে বিক্রি করে পাঁচ টাকা পাই
আমারও স্ত্রীপুত্র আছে বাড়িতে, আজ একটা অজগর
আমাকে গিলতেই থাকল পায়ের দিক থেকে আমি
চেঁচিয়ে সাড়া পাইনি কারও
ভোরবেলার পাখি দেখল অসাড় ময়াল তার চোয়াল ফেটেছে, মুখে
আটকে আছে মাথা আর আঁকাবাঁকা শিং
শিংয়ের তলায় মুখ তখনও কবিতা বলছে, কবিতার মধ্য থেকে
যত ছন্দ যত অপরাধ
নিমেষে নিমেষে তার এক শৃঙ্গে সূর্য গাঁথে, অন্যটিতে শেষ রাতের চাঁদ...

কেন আমি অন্ধকার

কেন আমি অন্ধকার বিষাদ ছাপাই?
কেন আমি মেঘে মৃত তারার শরীর
এখনও বহন করে নিয়ে চলি কাঁধে?
কেন বা আমার রাস্তা ফাঁদ থেকে ফাঁদে
গিয়ে পড়ে বারবার? অচেনা পরীর
ডানা ছিঁড়ে কেন আমি হাহাকার করি
ঘরে এসে? কেন করি? কেন রোজ রাতে
ভুল মন্ত্র দিয়ে তার জীবন ফেরাই?
কেন সে শয্যার পাশে বসে চুল বাঁধে?
কেন সে আমার জন্য যত্নে বিষ রাঁধে?
যেই তাকে নিজের দিকে জোর করে ঘোরাই
ফের সে নিহত ওগো দেখি সে মৃতাই!
ঘরে ঘরে ভগবান সাধু ও যোগিনী
মাঠে পথে ফুটপাতে যাকে যাকে চিনি
তুমি বলো, তুমি বলো, বলো তোমরাই
এরপরেও কেন আমি কেন দেখতে পাই

একটি সোনার মই উঠে গেছে চাঁদে!

পুড়ে যায় বিফলতা

পুড়ে যায় বিফলতা। কে মানুষ সাফল্যে পাঁকে
পুঁতে যায় গলা অব্দি? দূরে তার আত্মীয়রা থাকে।
সম্পর্ক রাখে না তারা, চিঠি বয়ে নিয়ে যায় জল...
নদী না, পুকুরমাত্র, যে কোনো পুকুরধারে গিয়ে
চিঠিকে ভাসিয়ে দাও। কাগজের নৌকো? তাও পারো!
সেটাই চিঠির মতো—তারপর যে কোনো দেশে
যে কোনো দীঘির ধারে গিয়ে
দেখবে কয়েকটা পাতা উড়ে পড়ছে ভেসে থাকছে, তাদের শরীরে
কত আঁকিবুঁকি দাগ, শিশির ফোঁটাকে পাশে পেয়ে
কী গর্ব তাদের! আজ তুমি কি জলের ধারে ঝুঁকে
ও গো ও সফল কবি, সে সব পাতায়
তোমার ভাইয়ের চিঠি, বন্ধুর কবিতা, দেখতে পেলে?

আমার হাত ফসকে প্রেম

আমার হাত ফসকে প্রেম পড়ে গেল কুয়োর তলায়
ঝুঁকে কিছু দেখা যায় না। অন্ধকার থেকে তার
মরণচিৎকার শোনা যায়

মৃত কবিদের দল

মৃত কবিদের দল বসেছে রাত্রির ভিজে ঘাসে
কারোর মাথায় টোকা, কারোর মাথায় সাদা চুল
কেউ বা তরুণ আজও, জামায় সিগারেটের ফুটো
কারো হাতে তাম্রকূট, কারো চোখ নিবদ্ধ মাটিতে
কেউ বা আধশোয়া হয়ে হাঁটুর উপরে এক পা তুলে
দেখছে তারার পর তারা আর তারও পর তারা
তারাদের মধ্যে থেকে আগুনে জমাট বাঁধা চাকা
ঘুরে ঘুরে কবিদের মাথার ওপরে আসে, দূরে চলে যায়
তখন গ্রামের লোক সবাই ঘুমিয়ে—গ্রাম আলো হয়ে ওঠে
রাতে কেউ বাইরে এলে এক ঝলক দেখে মূর্ছা যায়
মৃত কবিদের দল খেয়াল করে না কিছু, তারা সব জলমাটি থেকে রাত্রিবেলা
মাঝে মাঝে উঠে আসে, ঘাসে বসে কিছুক্ষণ, সময় কাটায়...

কয়েকটি মাটির টব

কয়েকটি মাটির টব, ভিতরে আমার হাড়গোড়
তুমি গাছ পুঁতে দাও, আমি বলব: 'শিকড়, শিকড়'

কয়েকটি পুকুর, তার তলায় আমার মরামুখ
তুমি স্নান করতে নামো, আমি বলব: পদ্মেরা ফুটুক

কয়েকটি শ্মশান, জ্বলছে বেওয়ারিশ লাশগুলো আমার
একফোঁটা চোখের জল ফেলো তুমি, জন্মাবো আবার!

রোদ্দুর নরম হয়ে এল

রোদ্দুর নরম হয়ে এল আজ, মা চলে যাবেন।
দশমী তিথির শেষ, দুপুরে সিঁদুরখেলা সেরে
এয়োতীরা ঘরে ফিরছে, তাদের মঙ্গলকামনারা
হাত উপচে পড়ে যাচ্ছে রাস্তার ধুলোয়...এই ছবি
এতদিন ভাল করে দেখেও দেখিনি কেন ভেবে
রাস্তার ধুলোর থেকে সমস্ত মঙ্গল আশীর্বাদ
কুড়োতে কুড়োতে চলে দ্বেষ-হিংসাদষ্ট এক কবি!

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে অমনি ঠ্যালা: চলো সামনে চলো
মুহূর্ত জিরোও যদি চাবুক চমকায়: টানো দাঁড়
একবার হাঁফ ছাড়লে পায়ে পড়বে লাঠি: অ্যাই ছোট্
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খাবে, মট্ ভাঙবে হাড়
ভাঙা পায়ে ছুটতে হবে, অন্য সকলেই তাই ছোটে
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে 'জী হুজুর' কথামাত্র সার
অপমান সইতে সইতে প্রতিরোধশক্তি চলে যায়
অপমান সইতে সইতে দুবেলা ভাতের থালা জোটে
অপমান সইতে সইতে মরে যায় মানুষ চুপচাপ
অপমান সইতে সইতে মানুষই মরিয়া হয়ে ওঠে।

পাখিটি আমাকে ডেকে

পাখিটি আমাকে ডেকে বলল তার ডানার জখম
বলল কীভাবে তার পালকে সংসার পোড়া ছ্যাঁকা
কীভাবে পায়ের মধ্যে ফুটো করে ঢুকে এল চেন
ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক কাটতে গিয়ে ঠোঁটের জখম
দ্যাখালো, বাইরে থেকে আমি নিজ ওষ্ঠ থেকে ওম
দিলাম, খাঁচার দরজা খুলে তাকে 'বাঁচবি যদি আয়',
বলে বার করে এনে রাখলাম আর একটা খাঁচায়
সেখানে দুজন বন্দি পরস্পর দোষারোপ করি,
দোষারোপ করতে করতে বৃষ্টি আসে, সন্ধে হয়ে যায়..

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি শত্রুর বারান্দা আর ঘর
বারান্দাটি নীল রঙের, ঘরে ঘুরছে লালরঙ আগুন
শিখারা মুখ বার করছে ঝুপসি জানলার ফাঁক দিয়ে
শত্রুর বাড়িতে শত্রু থাকে না, সে বন্ধুর বাড়িতে
উঠে গেছে বহুদিন, এ বাড়িটি লোকসঙ্গহারা
ঝুলে পড়া কড়িবরগা, কাঠ ফাটছে, লালরঙ আগুন
পাকাচ্ছে ঘরের মধ্যে, চারজন শত্রু চুপচাপ
গোল হয়ে বসে আছে, পিঠ পোড়ে চুল পোড়ে তাদের
কিন্তু উঠছে না কেউ, মন দিয়ে তাস খেলছে তারা
তাদের মাথায় স্থির বাঁকা খড়্গ, অর্ধেক চাঁদের

জানি যে আমাকে তুমি

জানি যে আমাকে তুমি ঘৃণা করো, মেয়েদের ঘৃণা
যেখানে যেখানে পড়ে সে জায়গাটা কালো হয়ে যায়
নতুন অঙ্কুর উঠে দাঁড়াতে পারে না সোজা হয়ে
তোমার ঘেন্নার ভয়ে পালাতে পালাতে আমি এই
দিগন্তে শুয়েছি, সামনে সভ্যতা পর্যন্ত পড়ে থাকা
যতটা শরীর, তার কোথাও এক কণা শস্য নেই
শুধু কালো কালো দাগ পোড়া শক্ত ঝামা গুঁড়োমাটি
তাও তুমি আকাশপথে জলপথে বৃষ্টিপথে এস
মুখে যে নিঃশ্বাস ফেলছ, না তাতে আবেশ, যৌনজ্বর
নেই, শান্ত ঘুম নেই—সে নিঃশ্বাসে কিছু নেই আর
তার শুধু ক্ষমতা আছে প্রেমিককে বন্ধ্যা করবার!

তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে কপালে

তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে কপালে আবার। কিন্তু তা তো
নীল তেজস্ক্রিয়া, নীল পণ্য শুধু, বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের পাহাড়
শরীরের নীচে মাটি, শরীর-উপরে স্তূপ মাটি
সে-মাটির তলা থেকে জিভ বার করে আমি পণ্যের গা চাটি
যখন পিছন থেকে তোমার ফিসফিসে গলা লোভ দেখিয়ে চলে:
আরো চাও, আরো চাও, যাও গিয়ে আবার হাত পাতো!

শেষরাত্রে বৃষ্টি এলো

শেষরাত্রে বৃষ্টি এলো, শব্দে উঠে বসলাম দুজন
মাঝখানে মেয়ে শুয়ে, উঠে পড়বে, কথা বলবো না
কলহ অর্ধেক রেখে মাঝরাত্রে দুজনে শুয়েছি
দু-দুটো লোহার বস্তা বুকে চাপিয়ে শুয়েছি দুজন
এখন জানলায় বৃষ্টি, দুজনেই অঝোর তাকিয়ে
এখন কোথায় রাখবো লৌহভরা অভিযোগভরা
এমন সামান? আও উঠাকে লে যাও কোই ইসে
নেবার তো কেউ নেই, বরং পেতেই বসা যাক!
শেষরাত্তিরের বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে মাঝখান দিয়ে
একটা নদী তৈরি করলো, যে নদীর শেষে মেঘলা ভোর
আকাশে রং নেই আজ, কেমন ফ্যাকাসে একটা আলো
ময়লা একটা রোদ উঠবে আর একটু পরেই, শুরু হবে
একে একে অভাব অভিযোগ শাস্তি ব্যস্ততা অশান্তি কর গোনা
কলহ অর্ধেক দেহ নিয়ে আসবে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে
ফের উঠবে সেই কথা একসঙ্গে থাকবো কি থাকবো না
কে কাকে কী কষ্ট দিলো, কী পেয়েছি তোমার কাছে এসে
নিকেল, অচল পয়সা ঝনঝন করবে ঘরে
এক সময় যাকে ভাবতে সোনা

মেয়ে তো এক্ষুনি উঠবে, ওর সামনে ঝগড়া কোরো না!

মরে পড়ে আছে নদী

মরে পড়ে আছে নদী, অন্ধকার শোয় কাঁটাতারে
এতক্ষণ জেগে থেকে পুবে রাত শেষ করছে চাঁদ
ওই তার বাঁকানো খেয়া নেমে পড়ল দিগন্তের পারে
আমরা কজন বন্ধু ছুরি খুলে নিলাম এবার
এবার মীমাংসা হবে এলাকায় থাকতে হয় যদি
সে তাকে নিহত করে তারপর খাটে দেবে কাঁধ
এ ওকে ডুবিয়ে তার নাম দিয়ে বাঁধাবে পুকুর
বা আমি তোমার দরজা চেনাবো ভাড়াটে খুনীদের
তা হবে না। মুখোমুখি হোক এবার সেই বন্ধুদল
যারা কেউ বন্ধু নয়, প্রতিযোগী, অন্ধ বোবা কালা
আমারই ওগরানো বর্জ্য পদার্থে, জঞ্জালে, রক্তে, তেলে
মরে পড়ে থাক এই কাঁটাতারে বেড়া দেওয়া নদী
গলা অব্দি পুঁতে যাক পথ ভুল করে আসা ছেলে
ওপারে যখন চলছে তিনটে চারটে পাঁচটা চিতা জ্বালা
যখন এপারে করছে বন্ধুরা বন্ধুর সঙ্গে শেষ ফয়সালা

কখনো চোখের জল

কখনো চোখের জল ফেলতে নেই ভাতের থালায়
তাহলে সে-জল গিয়ে শ্রীভগবানের হাতে পড়ে
হাতে ফোস্কা পড়ে যায়, তিনিও তো খেতে বসেছেন
তাঁর সেদিন খাওয়া হয় না। তিন দিন হাতে ব্যথা থাকে।
শ্রমভাগ্যে যা এসেছে দু মুঠো চার মুঠো তাতে খুশি থাকতে হয়
খুশি যদি নাও থাকি তবুও ভাতের সামনে বসে
অন্তত ভাতের সামনে বসে আর অভিযোগ করতে নেই তাকে
এ কথাটা কতবার, কতভাবে, বলেছি, তোমাকে?

তুমি তা শোনোনি আর আমিও শুনি না—দিন যায়...
খেতে বসি, দায়ী করি, দোষ ধরি পরস্পর, অশ্রু পড়ে
ভাতের থালায়

কোনো মেঘ কেটে যায় না

কোনো মেঘ কেটে যায় না, ঠিক জমে থাকে তলে তলে
একদিন হঠাৎ ফেটে সম্পর্ক উড়িয়ে দেবে বলে
তোমরা তক্কে তক্কে থাকো, ঠিক কখন কার জীবনে কী কী
ভুল হয়েছে, পা পিছলেছে, পকেট থেকে কার আধুলি সিকি
চরিত্রের দোষে ফসকে পড়েছে, আটকেছে কোন ড্রেনের ঝাঁঝরিতে
তোমরা সব খুঁজে নিয়ে মহোৎসাহে সে খবর দিতে
পাশের বাড়িতে যাচ্ছো, তার থেকে পাশের পাড়ায়
দেখছ না যে ঝড় আসছে, ঐ ঐ এসে পড়ল। আমি অসহায়
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এত যত্নে গড়ে তোলা কুৎসা আর কূটতর্ক সহ
ঝড় কিভাবে তোমাদের ওল্টাতে পাল্টাতে নিয়ে যায়...

কলসিতে অমৃত আছে

কলসিতে অমৃত আছে। তার জন্যে বুকে হেঁটে যাওয়া
উটের কঙ্কাল, কাঁটা, ফণীমনসা, দস্যুদের হাড়
জিরজিরে পাঁজরে বিঁধলে সাধ্য নেই উপড়ে ফেলবার
কলসিতে অমৃত বুঝি? তার জন্যে নিঃশ্বাসের হাওয়া
বন্ধ রেখে হামাগুড়ি মানুষ চলেছে, দাঁতে-নখে
মাটি ফেঁড়ে ফেলে, টুঁটি ছিড়ে নিয়ে, শিক ঢুকিয়ে চোখে
জ্ঞাতিকে মাটিতে পুঁতে, সাক্ষ্য ও প্রমাণ গিলে খেয়ে
চলেছে পুরুষলোক, অতি উচ্চ-আশাপূর্ণ মেয়ে
কলসিতে অমৃত আছে, কলসিতে অমৃত আছে তাই।
কলসিটি উপুড় দিতে পড়েছে অমৃতপোড়া ছাই
বুক ঘষে বুক ঘষে কবিজীবনের মরুভূমি
এরই জন্যে পেরোচ্ছি, ফাউস্ট? ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।
এইবার দেখতে হবে উল্টোপথে কীভাবে কী হয়।
চব্বিশ বছর সুখ, বদলে আত্মাটি বেচতে চাই
চলো, শয়তানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তুমি!

ওই যে দুজন তোমরা

ওই যে দুজন তোমরা থামের আড়ালে ঘন হয়ে
মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ওই যে দুজন দাঁড়িয়েছ
যে-মেয়েটি কথা বলছ ছেলেটির শার্টের বোতামে হাত রেখে
যে-ছেলেটি বান্ধবীর কপালের ঝুঁকে আসা চুল
সরাচ্ছ আঙুলে—তারা কদিন, কদিন পরে আর
শিক দিয়ে খন্তা দিয়ে এ অন্যের কয়লা ঘ্যাঁস চাপাপড়া মন
খুঁড়ে খুঁড়ে তুলবে না তো? প্রত্যাশার পচা হাড়গোড়
ছুড়ে ছুড়ে ফেলবে না তো পাড়াপড়শি আত্মীয়বাড়িতে?
অভিযোগে অভিযোগে নোংরা ফেলে রাখবে না তো সমস্ত জায়গায়?
মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ট্রেন ঢুকে পড়ল আর ট্রেন ছেড়ে যায়।
থামের আড়ালে তোমরা তেমনি দাঁড়িয়ে ঘন হয়ে
তোমাদের দেখে এক প্রেমভ্রষ্ট কবি আজ মিথ্যে এইসব ভয় পায়!

এই ঘরে পড়শি ছিল

এই ঘরে পড়শি ছিল আমার লালন, এ পল্লীতে
আসতেন কুবির গোঁসাই, এই নদীতে নাইতেন চণ্ডীদাস
কবির পাশের গাঁয়ে কবি ছিল, গানের পাশের গাঁয়ে গান!
এ কোন গরলসুধা বয়ে এল গেলাসে গেলাসে? ভাইজান,
আমায় ডুবিয়ে মারছ তোমার ডোবায়, আর আমি
বাড়ির কুয়োর মধ্যে বালতি নামালে উঠছে
তোমার নিখোঁজ হওয়া লাশ!

হাঁ-করা উচ্চাশামুখ

হাঁ-করা উচ্চাশামুখ, আমি তার মুখের ভেতরে
দেখেছি দাঁতের সারি। আমি তার মুখের ভেতরে
দেখেছি আলোর মালা। আমি তার মুখের ভেতরে
মুখ ঢুকিয়েছি, মুখ ওঠালেই মাথা ঠুকে যায়
লোহাশক্ত টাগরায়, প্রতিষ্ঠার পচা গন্ধ নাকে আর আমার গলার
নলিতে ঠেকানো দাঁতে বাঁকানো ক্ষুরের মতো ধার

হাঁ-করা উচ্চাশা তার মুখ বন্ধ করেছে এবার
মুখের ভেতরে মুণ্ড রয়ে গেল, মুণ্ডহীন ধড়
উঁচুনিচু ঢাল বেয়ে ধাক্কা খেতে খেতে নামছে—
নামছে এই শহরে আবার!

ওই তো পার্কের বেঞ্চ

ওই তো পার্কের বেঞ্চ, ওই তো ফুটপাথে রাখা ইট
ওই তো রোয়াক, ওই তো গাড়িবারান্দার খালি কোণ
শোও ঘরহারা ছেলে, শোও পথে বেড়ানো পাগল
এক নারী ছেড়ে গেলে অপর নারীর কাছে গিয়ে
যারা যারা চেয়েছিলে মুখ রেখে ঘুমোবার কোল!

যা কিছু বুঝেছ তুমি

যা কিছু বুঝেছ তুমি তারও পরে শুরু হল মাঠ
যা কিছু জেনেছ তুমি তারও পরে নদী গেল বেঁকে
যা কিছু শুনেছ তুমি তারই আগে ডেকেছে তক্ষক
যে চোখে তাকাও তুমি সেই চোখই কাচে গড়া চোখ
যাকে যাকে ছুঁতে যাও সে-ই হয় কাঠ, পোড়াকাঠ

অথচ একদিন নারী উঠে এসেছিল জল থেকে
যখন লিখছিলে তুমি গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে।

এইখানে এসে প্রেম

এইখানে এসে প্রেম শেষ হল। শরীর মরেছে।
তোমার হাত ধরে আমি দাঁড়িয়েছি বৃষ্টির ভিতরে
গাছ থেকে জল পড়ছে, বৃষ্টিছাট ছুটে আসছে গা-য়,
'ভিজে যাবে'—তুমি বলছ, 'সরে এসো ছাতার তলায়'
আমাদের একটাই ছাতা। তাতে দুজনেরই চলে যায়।

আরও কালো করে এল, গাছে ডানা ঝাপটায়।
দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। দুজনে দাঁড়িয়ে থাকব। যতদিন পাশে থাকা যায়।

আমাদের ঘরে এসো

আমাদের ঘরে এসো, এসো শান্তি, আমার শহরে
পড়োশির ঘরে এসো, থাকো শান্তি, পল্লীতে আমার
বন্ধুদের ঘরে যাও, বোসো শান্তি, পিঁড়ি তো পাবে না
সোফায় ডিভানে তুমি বসবে না তো বোসো মন পেতে
যার যা অশান্তি আছে আমাকেই দিক, আমি জল
জল তো কবির ভার্যা, আঘাতে আঘাতে স্নাত নারী
সে পারে নিঃশব্দে সব অশান্তিকে বয়ে নিয়ে যেতে

অন্ধকার থেকে আমি

অন্ধকার থেকে আমি অপমান নিয়ে ফিরে আসি
জল থেকে ডাঙায় উঠি, ডাঙা থেকে ফিরে আসি জলে
দগ্ধ হওয়া গৃহ থেকে হাওয়া ধরে ফিরে আসি ছাই
একমাঠ শস্য থেকে ফিরে আসি খরার কবলে
ফাটলে ফাটলে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি ক্ষয়
সীমান্ত ডিঙিয়ে যাই তার ছিঁড়ে চাটাই বগলে
মাটিতে আগুনে সব কবিতা ভাসিয়ে দিতে চাই
ঝুঁকে ঝুঁকে ধানচারা লাগাই একহাঁটু কাদাজলে
তা কোনো উচ্চাশা থেকে, না কোনো উচ্চাশা থেকে নয়
নিজে শান্তি পাবো আর তোমাকেও শান্তি দেব বলে

রোদ ওঠে সকালবেলা

রোদ ওঠে সকালবেলা। সে কার শত্রুতা করতে যায়?
পথে উড়ে যাচ্ছে ধুলো। ও কাকে কী বোঝাতে গেল রে
মুখে লাগল বৃষ্টিফোঁটা। মনে মনে কী মতলব ওর?
আমগাছে চিকচিকে জল। চুপি চুপি কার নিন্দে করে?
আমার? আমার? নাকি আমার শত্রুর? মেঘ সরে
চাঁদ বাইরে এল, চাঁদ, পাশের বাড়িতে জ্যোৎস্না পড়ে।
ওদের বাড়িতে আগে? আমার বাড়িতে কেন পরে?

সকালে, দুপুরে, রাত্রে, বর্ষায়, বসন্তে, জলে ঝড়ে
সন্দেহ, সন্দেহ শুধু, সন্দেহ, সন্দেহ তাড়া করে...

কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে

কষ্ট দিয়ে কষ্ট দিয়ে রান্না কাজ ঘরমোছার পাকে
আমি বেঁধে রেখে দিই আমার ওই দুঃখী মহিলাকে
তাকে ছেড়ে চলে যাবো? জায়গা নেই আমার যাবার
এ বয়সে সব ছেড়ে সে-ই বা কোথায় যাবে আর?
দুজনে দু ঘরে থাকি, মাঝখানে পলকা এক সাঁকো
পিঠে ইস্কুলের ব্যাগ, নতুন রঙের বাক্সো হাতে
স্নেহ ছুটোছুটি করে এপার ওপার করছে, আর
প্রতিদিন মরে যাওয়া পলকা সাঁকোর ওই কাঠে
তার দাপাদাপি করা ছোট ছোট পায়ের আঘাতে
ফুল ফুটে ওঠে, ফুল ফুটে উঠতে থাকো...

কাদের রান্নার গন্ধ

কাদের রান্নার গন্ধ? বাচ্চার কাপড় মেলছে আয়া
পাশের টালির ছাদ, রিক্সা যায়, পিছনে পোস্টার
পুকুরের শান্ত জল, সুপুরিগাছের লম্বা ছায়া
সঙ্গীদের দেওয়া বিষ হাতের আংটিতে আছে তার

রান্নায় সহজ ভুল, ঝোল-শুক্তো ঝালে পুড়ে খাক
হাতাখুন্তি ভুল করে না, ভুল করে সহজ এই হাত
সহজ পাঁচিলে এসে বসেছে সহজ দাঁড়কাক
বেড়াল পাতের সামনে, থালায় মাছের ঝোল ভাত

যে-হাতটি বিষ মাখে, বলো গিয়ে সেই হাতকেও
খাবার তো বাড়া আছে, ভাল করে হাত ধুয়ে খেও।

কী নেবে আমার কাছে

কী নেবে আমার কাছে? পাহাড় ডিঙোনো ক্লান্ত ঠ্যাং!
দেয়াল ভাঙার পর ঢুসোমারা ফুটিফাটা মাথা?
কাচ ফাটানোর পর স্লিং-করা রক্তমাখা ঘুসি?
মিছিলের সামনে থেকে স্ট্রেচারে ফেরৎ শিরদাঁড়া?
কী চাও আমার কাছে?
ব্যর্থ স্বার্থপর প্রেম? দাম্পত্যের শবদেহ পাহারা?
প্রত্যেক পালানো লোক জীবিকায় অপমানাহত
তাদের বাড়ির ঝগড়া, আকাশে তাদের ছোড়া ঘুসি
অপরের প্রেম দেখে তাদের হিংসেয় মরে যাওয়া
কী চাও আমার কাছে আমার বিষয়বস্তু এনে দিল হাওয়া
আমার কানের কাছে সে ফেলে চলেছে শুধু হেরে যাওয়া লোকের নিঃশ্বাস
সে বলে চলেছে শুধু: শুনো না তত্ত্বের কথা
তুমি লেখো তোমার যা খুশি!

সন্ধেবেলা দরজা ধরে দাঁড়াল বিষাদ

সন্ধেবেলা দরজা ধরে দাঁড়াল বিষাদ, তার মুখ
দেখা যায় না, বিকেলের অস্তাকাশ থেকে
কয়েকটা রঙ নিয়ে গায়ে লাগিয়েছে, মুখে কালো।
বিষাদ সন্ধ্যায় এসে দরজায় দাঁড়াল, সে পুরুষ,
আমি হাত বাড়ালাম, মুঠো করল, লোহাশক্ত মুঠো
সে আমাকে ঘর থেকে বাইরে টেনে আনল, তার মুখ
দেখা যায় না, আগে চলছে, আমি পিছু পিছু,
সন্ধে পার হয়ে রাত, রাত থেকে ভোর থেকে সকাল দুপুর দিনমাস
জল রাত্রি গাছ নৌকো জনপদ টিলা উঁচুনিচু
ঠোক্কর, আঘাত, বিষ সন্দেহ ঈর্ষার কাদা
কবর গণকবর সভ্যতার হাড়গোড় মড়াপোঁতা জলা আর ঘাস
পেরিয়ে, নিজের মৃত্যু, মৃত্যুর পরের মৃত্যু পেরিয়ে চলেছি
হাড়ের আঙুলে ধরা একটা কলম ছাড়া কিছু
নেই...

আমরা এই তীর থেকে

চাঁদের কপালে চাঁদ, ঘড়ি বয়ে চলেছে নদীতে
তারার পিছনে তারা, ঘড়ি বয়ে চলেছে নদীতে
সূর্যের পিছনে সূর্য ঘুরে পড়ে গেল নদীখাতে
আমরা নদীর তীরে বসে থাকি, কাদা-মাটি হাতে

এ নদীতে জল নয় স্রোত বইছে মূল পদার্থের
বইছে সূর্যের পরে সূর্য চাঁদ, তার থেকে দুটো একটা তুলে
কাদা মেখে মাটি মেখে আমরা তাতে ভাস্কর্য বানাই
দূরে গ্রাম শুরু হয়, নিভে আসে সভ্যতার পিছনে সভ্যতা
ধোঁয়া ওঠে, পোড়া আলো, আকাশে ছাতার মতো ভেসে থাকে ছাই

আমরা এই তীর থেকে পৃথিবীর শেষ দেখতে পাই